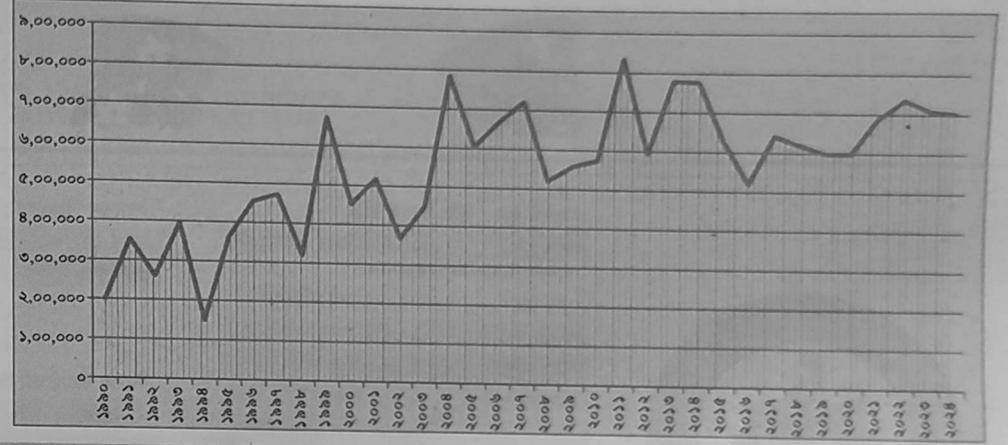


নারকেল তেল রফতানিতে ইন্দোনেশিয়া



বিশ্বে নারকেল তেল রফতানিতে দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ ইন্দোনেশিয়া। তবে সম্প্রতি দেশটি থেকে পণ্যটির রফতানি কমেছে। গত বছর রফতানি দশমিক ৮৫ শতাংশ কমে ৭ লাখ টনে নেমেছে। চীন, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, ব্রাজিল ও জার্মানিতে ইন্দোনেশিয়া সবচেয়ে বেশি নারকেল তেল রফতানি করে



রফতানি (টন)

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	১,৯৮,০০০	২.০৬%
১৯৯১	৩,৫১,০০০	৭৭.২৭%
১৯৯২	২,৫৮,০০০	-২৬.৫০%
১৯৯৩	৩,৯৩,০০০	৫২.৩৩%
১৯৯৪	১,৪৮,০০০	-৬২.৩৪%
১৯৯৫	৩,৬০,০০০	১৪৩.২৪%
১৯৯৬	৪,৫২,০০০	২৫.৫৬%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	৪,৭১,০০০	৪.২০%
১৯৯৮	৩,১৭,০০০	-৩২.৭০%
১৯৯৯	৬,৭০,০০০	১১১.৩৬%
২০০০	৪,৫০,০০০	-৩২.৮৪%
২০০১	৫,১৫,০০০	১৪.৪৪%
২০০২	৩,৬৫,০০০	-২৯.১৩%
২০০৩	৪,৪৭,০০০	২২.৪৭%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	৭,৮২,০০০	৭৪.৯৪%
২০০৫	৬,০২,০০০	-২৩.০২%
২০০৬	৬,৬৬,০০০	১০.৬৩%
২০০৭	৭,১৮,০০০	৭.৮১%
২০০৮	৯,১৮,০০০	২৭.৮৬%
২০০৯	৫,৫৬,০০০	-৩৯.১৩%
২০১০	৫,৫৬,০০০	০%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	৮,৩১,০০০	৪৫.২৮%
২০১২	৫,৯১,০০০	-২৮.৮৮%
২০১৩	৭,৭৭,০০০	৩১.৪৭%
২০১৪	৭,৭৭,০০০	০.২৬%
২০১৫	৬,২৫,০০০	-১৯.০৫%
২০১৬	৫,১৭,০০০	-১৭.২৮%
২০১৭	৬,৪০,০০০	২৩.৭৯%

সাল	রফতানি (টন)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	৬,১৭,০০০	-৩.৫৯%
২০১৯	৫,৯৩,০০০	-৩.৪০%
২০২০	৫,৯৩,০০০	০.১৭%
২০২১	৬,৯৫,০০০	১৬.৭৪%
২০২২	৭,৩৩,০০০	৫.০১%
২০২৩	৭,৩৩,০০০	০.০০%
২০২৪	৭,৩৩,০০০	০.০০%

সূত্র: ইন্ডোনেশিয়া



যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রথমবার সোলার প্যানেল রফতানি শুরু করেছে বাংলাদেশ

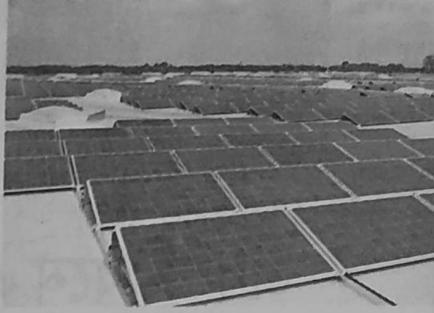
নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রথমবারের মতো সোলার প্যানেল রফতানি শুরু করেছে বাংলাদেশ। দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইস্ট কোস্ট গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের উদ্যোগে ঢাকার সাতারের আন্তর্লিয়ায় নিজস্ব কারখানায় এ প্যানেল তৈরি করা হচ্ছে, যা বিশ্ববাজারে প্রবেশ করেছে 'মেড ইন বাংলাদেশ' পণ্য হিসেবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি এসব সোলার প্যানেল গুণগত মানে বিদেশী আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে এরই মধ্যে বড় ধরনের আগ্রহ তৈরি করেছে বলে জানিয়েছেন কোম্পানির শীর্ষ কর্মকর্তারা।

জানা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির উদ্দেশ্যে সোলার প্যানেলবাহী প্রথম কনটেইনারটি ১৯ জুন সরবরাহ করা হয়। এর আগে ২০২৩ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের সঙ্গে চার বছর মেয়াদি ক্রয়চুক্তি করে মার্কিন প্রতিষ্ঠান ক্লিন গ্রিড ইনকর্পোরেশন। এর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিটি মোট ৬৪ দশমিক ৬০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সোলার প্যানেল বাংলাদেশ থেকে আমদানি করবে। এর মধ্যে চলতি বছর ১২ দশমিক ৪০ মেগাওয়াট, ২০২৬ সালে ১৪ দশমিক ৮০ মেগাওয়াট, ২০২৭ সালে ১৭ দশমিক ৮০ মেগাওয়াট এবং ২০২৮ সালে ১৯ দশমিক ৬০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সোলার প্যানেল আমদানি করবে।

রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্সের কারখানায় বছরে ৬০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সোলার প্যানেল উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫০ ওয়াট পিক থেকে সর্বোচ্চ ৭০০ ওয়াট সক্ষমতার বিভিন্ন সাইজের প্যানেল উৎপাদন হচ্ছে। অন্যদিকে নতুন আরেকটি প্রতিষ্ঠান ২০২৬ সালে রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্সের কাছ থেকে ৩০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সোলার প্যানেল আমদানির ক্রয়াদেশ দিয়েছে। রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মাসুদুর

রহিম বণিক বার্তাকে বলেন, 'বাংলাদেশে এ প্রথম কোনো কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সোলার প্যানেল রফতানি করেছে। এ নিয়ে আমরা দুই বছর ধরে কাজ করছি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে ক্রয়াদেশ পেয়েছি সেটি পরীক্ষামূলক। পরবর্তী সময়ে তারা আরো বড় আকারে বাংলাদেশ থেকে সোলার প্যানেল আমদানি করবে।' যা ক্লিন এনার্জি খাতে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং সক্ষমতা আগামীর জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।



করে রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স তা দেশে বাজারজাত করেছে। আমদানি পণ্যের সব ধরনের ব্যয় এবং দেশে উৎপাদিত সৌর প্যানেলের খরচের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে—একই দামে সোলার প্যানেল বাজারে ছাড়া সম্ভব।' তবে সরকারের পক্ষ থেকে আমদানি পণ্যে শুদ্ধাঙ্ক ও রফতানিতে প্রণোদনা বাড়ানো গেলে এ খাত আরো একধাপ এগিয়ে যাবে বলে মনে করেন তিনি।

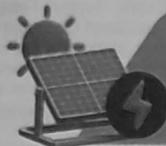
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ থেকে সোলার প্যানেল রফতানির ক্ষেত্রে বেশকিছু শর্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন এ খাতের ব্যবসায়ীরা। বিশেষত সৌর বিদ্যুতের কাঁচামাল (সোলার সেল) নন চাইনিজ হতে হবে, অর্থাৎ চীন থেকে আমদানীকৃত কাঁচামাল দিয়ে তৈরি সোলার প্যানেল মার্কিন প্রবেশে বিধিনিষেধ রয়েছে। তাই রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স এ ক্ষেত্রে লাওস থেকে কাঁচামাল আমদানি করেছে। এসব সোলার সেল সাতারের কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোলার প্যানেল প্রস্তুত করা হচ্ছে।

রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্স এর আগে দেশের বাজারে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে কাজ করেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বৈশ্বিক মান বজায় রাখতে সাতারের আন্তর্লিয়ায় অবস্থিত নিজস্ব কারখানাটিকে রফতানিযোগ্য কারখানায় রূপান্তর করেছে।

দেশের বাজারে আমদানীকৃত সোলার প্যানেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বিষয়ে রেডিয়েন্ট অ্যালায়েন্সের সিইও বলেন, 'চীন থেকে সোলার প্যানেল আমদানি



'Made in Bangladesh' solar panels go to US for the first time



► First consignment sent to US-based CleanGrid Incorporation on 19 June 2025

4-year export deal worth over Tk215cr between Radiant Alliance and US firm

Radiant will supply 64.60MW of solar modules through 2028

TRADE - BANGLADESH

SAJJADUR RAHMAN

Bangladesh has entered the global renewable energy supply chain, with Radiant Alliance, an affiliate of local conglomerate East Coast Group, dispatching its first export of solar PV modules to the United States.

The initial consignment, sent on 19 June 2025 to US-based CleanGrid Incorporation, marks the start of a four-year export agree-

ment worth over Tk215 crore, according to a top official of Radiant. Under the deal, the company will supply a total of 64.60 megawatts (MW) of solar modules through 2028, with 12.40MW scheduled for delivery in 2025 alone.

The modules, in 100Wp and 200Wp configurations, are manufactured at Radiant's fully automated plant in Ashulia, Savar. With an annual production capacity of 600MW, the facility is among the most advanced in the country.

CONTINUED FROM PAGE 1

"This is not just a company milestone - it's a national milestone," Masudur Rahim, CEO of Radiant Alliance, told The Business Standard. "We are proving that 'Made in Bangladesh' can compete in the global cleantech market."

Industry insiders said the move positions Bangladesh as an emerging contender in solar manufacturing, a sector dominated by China, India and Vietnam. Another 300MW order for 2026 is reportedly under negotiation, further signalling international confidence in local production capabilities.

"This is the first time in Bangladesh a local company exporting solar PV modules," said Rahim, adding that Radiant Alliance has a manufacturing process of more than 10 years, which previously produced for the domestic solar home systems (SHS) market only.

"Now we are manufacturing products for international markets," he said. This is a fully new line invested for the targeted international market and came into operation just months before, he said.

Radiant's PV module sizes are 50Wp to 700Wp, which are being produced in its plant where Radiant invested around \$20 million or around Tk20 crore.

"It showcases Bangladesh's ability to manufacture high-quality, export-grade renewable energy products," said Golam Baki Masud, general secretary of the Solar Module Manufacturers Association of Bangladesh (SMMAB). "This was a dream, we were waiting for this day," he told TBS.

Masud also said the USA's anti-dumping duty on Chinese solar panels is an opportunity for Bangladesh.

Munawar Misbah Moin, president of SMMAB and managing director of Rahimafrooz Renewable Energy, also termed Radiant's export move to the US market very encouraging for other manufacturers.

"Earlier, we had exported to Nepal, but that was a very small panel. Now we need to produce large panels, which need big investments," Moin told TBS.

Local solar panel manufacturers said they are struggling to compete

with a flood of cheap, low-quality imports that continue to enter the domestic market unchecked, undermining both quality standards and the viability of local production.

"There is no proper quality control mechanism in place," said the SMMAB president.

Industry insiders argued that the absence of regulatory oversight has created an uneven playing field, where imported panels often undercut local products on price without meeting minimum technical or safety standards.

To protect the emerging domestic industry, the SMMAB has long been advocating for a mandatory quota system in public sector solar projects. Under this proposal, a fixed percentage of solar modules used in government-funded installations, such as utility-scale plants, rooftop systems in schools, hospitals, and other public institutions, would be required to come from local manufacturers.

"We're not asking for special treatment. We're asking for fair policy support that allows a new industry to take root," said the SMMAB president.

